মেয়েদের সামাজিক লিঙ্গরূপ নির্মাণ: উনিশ ও বিশ শতকের নির্বাচিত শিশু-কিশোর সাহিত্য অবলম্বনে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে

পি.এইচ.ডি. উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা – অভিসন্দর্ভের নির্যাস

গবেষক

শ্রীময়ী ব্যানার্জী

পিএইচ.ডি রেজিস্ট্রেশন নম্বর: F.I.No.245/13/Arts

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক:

ড. শম্পা চৌধুরী

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. বাসবী রায়

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

ভারত

২০২১

নির্যাস

বাংলা ভাষায় শিশু-উপযোগী সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয় উনিশ শতকে। সখা' (১৮৮৩) পত্রিকা প্রকাশের আগে মূলত উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিশনারীরা অথবা কোম্পানির পৃষ্ঠপোষক কিছু সংস্থা বই এবং পত্রপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে ছোটদের মধ্যে উপনিবেশের নৈতিকতা ও ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছিল। অনেক সময় শিশুসাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরা এগুলিকেও 'শিশুসাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত করে পড়ার কথা বলেন। যদিও 'শিশু'র যে বহুমাত্রিক পরিচয় উপনিবেশের প্রতিগ্রহণে তৈরি হয়েছিল, তার প্রতিফলন এগুলির মধ্যে বিশেষ নেই। বরং, বাধ্যতামূলক পাঠক্রমের পাঠ্য ওই বইগুলিকে 'ফর্মাল এডুকেশনে'র বই বলে চিহ্নিত করাই শ্রেয়। 'স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭), 'ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি'(১৮৫১) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের আগে শিশুকে অভীষ্ট করে লেখা বই প্রায় নেই। এমনকি পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যেও 'দিগ্‌দর্শন', 'অবোধবন্ধু', 'পশ্বাবলী'—এগুলির কোনোটিই শিশুপাঠ্য পত্রিকা ছিল না। ১৮৬০ সালে খ্রিস্টিয় ইভান্‌জেলিস্টদের আদর্শ নিয়ে প্রকাশিত হয় 'সত্যপ্রদীপ' পত্রিকা, তার ছবি ও ভাবনায় 'শিশু'র রোমান্টিক প্রতিগ্রহণের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। এটিও ধর্মীয় উদ্দেশ্যমূলকতার কারণে শিশুপত্রিকা হিসেবে সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে, শিশুসাহিত্যের প্রস্তুতিপর্বে কখনো বয়স-নির্ধারিত পরিচয়ে, আবার কখনো রোমান্টিক প্রতিগ্রহণে 'শিশু' নামক ধারণাটিকে ঘিরে শিশুসাহিত্যের পরীক্ষামূলক আয়োজন শুরু হয়েছিল।

বিশ শতকে বাংলা ভাষায় যথার্থরকম ভাবে শিশুসাহিত্যের চর্চা ও অনুশীলনের সূত্রপাত। এই সময়ের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক চলনের সঙ্গে সঙ্গে রূপ পরিবর্তন হতে থাকে শিশুসাহিত্যের। এর পাশাপাশি কিশোরপাঠ্য রচনাও ধীরে ধীরে লেখা হতে থাকে। কিন্তু আমাদের গবেষণা শিশু কিশোর সাহিত্যের ইতিহাস বা বিবর্তন বিষয়ক নয়। আমরা বস্তুত সন্ধান করতে চেয়েছি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েদের কথা।

বিশ শতকের তিনের দশক থেকে পাশ্চাত্যে শিশু-কিশোর সাহিত্য পাঠ ও সমালোচনার নতুন নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়। সমালোচক F.J Darton দেখিয়েছেন কীভাবে শিশু-কিশোর সাহিত্য উপদেশমূলক সাহিত্যের সীমানা ছাড়িয়ে ‘Liberty of thought’ বা মুক্ত ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিল। শিশুমনস্তত্ত্বকে অবলম্বন করে নতুন পাঠ প্রবণতা তৈরি হয় ওই সময়ে। ১৯৮৬ সালে Zohar Shavit আলোকপাত করেছিলেন এই বিশেষ সংরূপের আখ্যানতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও শৈলীর ওপর। উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য সমালোচনার তত্ত্বও প্রয়োগ করা শুরু হয় ছোটদের লেখায়। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বহু গবেষক বুঝতে চেয়েছিলেন যে, ‘পাঠক’ ও ‘রচনা’ কীভাবে একে অপরকে গড়ে তোলে। এই সূত্রেই প্রবর্তিত হয় ‘Reader Response and Reception Theory’। ১৯৬০ সাল থেকে শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েদের নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত। প্রাথমিক পর্বে মেয়েদের শারীরবৃত্তীয় লিঙ্গপরিচয়কে উপনিবেশের শাসক-শোষিতের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করে সমালোচনা শুরু হয়-- যেখানে মনে করা হয় ‘sexism is a type of colonialism’ (Christine Nicholls)। এরপর অবশ্য নারীবাদী সমালোচনা পদ্ধতি মেয়েদের সামাজিক লিঙ্গপরিচিতিকে কেন্দ্র করে শিশু-কিশোর সাহিত্যের ব্যাখ্যা করতে থাকে। ‘Gender stereotype’ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। আমাদের অনুসন্ধান এই শেষ প্রবণতা-অনুসারী।

শিশুসাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু যে 'শিশু', তাকে যথাযথভাবে বুঝতে গেলে 'শিশুত্বে'র ধারণা দিয়েই বুঝতে হয়। রোমান্টিক চিন্তনে 'শিশু' লিঙ্গরূপ নিরপেক্ষ একটি ধারণা। কিন্তু দেখা যায়, বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্যে সামাজিক লিঙ্গভেদ অত্যন্ত প্রকট। সিমোন দ্য বোভোয়া তাঁর 'সেকেন্ড সেক্স' (১৯৪৯) গ্রন্থে বলেছিলেন 'মেয়ে হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ মেয়ে হয়ে ওঠে'। অর্থাৎ, জৈবিক ভাবে স্ত্রী-অঙ্গ নিয়ে জন্মালেও সমাজ তার নির্দিষ্ট কিছু প্রকরণের দ্বারা তাকে 'মেয়ে' করে গড়ে তোলে। এই নির্মিতিকেই বলা হয় 'সামাজিক লিঙ্গরূপ নির্মাণ'। সাহিত্যের সমস্ত সংরূপের মতো বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যেও ছেলেদের আধিক্য। এই গবেষণায় প্রাথমিকভাবে আমরা অনুসন্ধান করতে চেয়েছি এর কারণ, একইসঙ্গে দেখিয়েছি ছোটদের বইয়ে মেয়েদের কথা কীভাবে বলা হয়, সেই বৃত্তান্ত।

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের পরিধিটি অতি বিস্তৃত হওয়ায় গবেষণার সুবিধার জন্য তিনটি নির্বাচিত সংরূপের মধ্যে আলোচনা সীমায়িত করা হয়েছে। সেই সংরূপগুলির মধ্যে থেকে প্রাসঙ্গিক 'টেক্সট' নির্বাচন করে সেগুলিতে মেয়েদের শৈশব-কৈশোর নির্মাণের প্রক্রিয়াটি লক্ষ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গেই কখনো কখনো ব্যবহার করা হয়েছে 'মেয়েবেলা' শব্দটি- মেয়েদের বিচিত্র যাপনচিত্র বর্ণন প্রসঙ্গে।

গবেষণা নিবন্ধে শিশু-কিশোর সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত ক) ছড়া খ) রূপকথা এবং গ) অভিযান কাহিনি ও অন্যধারার গল্প- এই তিনটি সংরূপকে 'প্রাইমারি সোর্স' বা প্রাথমিক উৎস হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ, সংশ্লিষ্ট সংরূপগুলি- বিশেষত প্রথম দুটি- উনিশ শতকের সাতের দশক থেকেই 'শিশু-কিশোর' পাঠ্য সাহিত্য হিসেবে সচেতনভাবে সংকলিত, অনূদিত ও মুদ্রিত হতে শুরু করে। বিশ শতকেও সংরূপগুলি রচনার ও মুদ্রণের সংস্কৃতি অব্যাহত থাকে। তাছাড়াও, 'শিশু-কিশোর'দের জন্য লেখা গল্প-উপন্যাস-নাটকের তুলনায় ওই সংরূপগুলি

পরিমাণগত দিক থেকে অনেক বেশি। অন্যদিকে, বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে অভিযান কাহিনি ও অন্যধারার গল্প (গোয়েন্দা গল্প, খেলাকেন্দ্রিক গল্প, ‘অ্যাডভেঞ্চারে’র গল্প)-তে মেয়েদের উপস্থিতি ছেলেদের তুলনায় কম। কিন্তু, ওই কম পরিসরেই আমরা মেয়েদেরকে প্রচলিত প্রকরণের বাইরে একটি ক্রিয়াশীল ভূমিকায় দেখতে পাই। সুতরাং, আমাদের ধারণা, বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েবেলার ক্রমিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নির্মাণ, বিবর্তন ও বিন্যাসের রূপ দর্শাতে এই তিনটি সংরূপই কার্যকরী।

বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য চর্চা ও সমালোচনার দু’টি মূল ধারা লক্ষ করা যায়। প্রথমটি শিশু-কিশোর সাহিত্যের পঞ্জিকরণ ও ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনা- যার বিকাশ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, আশা গঙ্গোপাধ্যায়ের বইগুলিতে ধরা রয়েছে। দ্বিতীয়টি শিশু সাহিত্যের নির্মাণকলা কেন্দ্রিক- যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নবেন্দু সেনের বইতে। এর বাইরে তৃতীয় একটি ভিন্নধারার সূত্রপাত করেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উপনিবেশবাদ ও শিশু-কিশোর সাহিত্যের সম্পর্ক, ওই সাহিত্যে মেয়েদের অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যপাঠ বা বিশ্লেষণের একটি নতুন অভিমুখ খুলে দিয়েছেন। আমাদের গবেষণা বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য সমালোচনার এই তৃতীয় ধারাটির অন্তর্গত।

এই গবেষণা নিবন্ধে মূলত অনুসন্ধান করা হয়েছে-

ক) উনিশ ও বিশ শতকের শিশু-কিশোর সাহিত্যের উল্লিখিত সংরূপগুলিতে মেয়েদের শৈশব ও কৈশোরের রূপটি কেমন ছিল

খ) এই স্বরূপটিকে বিশেষ কোনো প্রবণতা বা বৈলক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব কিনা

গ) এই অনুসন্ধানের সূত্রেই ওই ধারার ‘টেক্সট’গুলির বিকল্প পাঠ প্রচেষ্টা

নির্বাচিত বইগুলির নিবিড় পাঠ, পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের পর গবেষণার প্রয়োজন অনুসারে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে পাঠভিত্তিক সমালোচনা এবং তুলনামূলক পদ্ধতি। তাছাড়াও, বক্তব্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে আধিপত্যের তত্ত্ব, শ্রেণিবৈষম্যের তত্ত্ব, নারীবাদী তত্ত্ব প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমেই উনিশ ও বিশ শতকের নির্বাচিত শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েদের আত্মসত্তা নির্মাণের যাত্রা লক্ষ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া সমগ্র গবেষণা নিবন্ধটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অধ্যায়ের নাম ও বিষয়সংক্ষেপ নিচে আলোচনা করা হল—

- প্রথম অধ্যায়: 'শিশু-কিশোর সাহিত্য' ও 'মেয়েবেলা'—তর্ক-বিতর্ক:

  এই অধ্যায়ে মূলত দেখানো হয়েছে-

  ১। শিশু-কিশোর সাহিত্য: আলোচনা-পর্যালোচনা

  এই পর্বে আমরা শিশু-কিশোর সাহিত্যের নানা তাত্ত্বিক সমালোচকদের মত উপস্থাপন করে শিশু-কিশোর সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। শিশু-কিশোর সাহিত্যের আখ্যান, শৈলী, রসনিষ্পত্তি, পাঠক-সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে।

  ২। উনিশ ও বিশ শতকে বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি

  এই অংশে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিশুসাহিত্য ও কিশোর-সাহিত্য উদ্ভবের রূপরেখা প্রদান করেছি। বাংলায় এর বিস্তার বিষয়টি অবশ্য এখানে উল্লিখিত হয়নি, কারণ তা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

- ৩। ‘শৈশব-কৈশোর’-এর সাংস্কৃতিক-সামাজিক, দার্শনিক, জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞা

  তৃতীয় অংশে আমরা প্রথমে দেখিয়েছি ‘শৈশব-কৈশোর’-এর শারীরবৃত্তীয় ও মনস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞা। তারপরে সূত্রাকারে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানে ‘শৈশব’ ও ‘কৈশোরে’র প্রতিগ্রহণ-ধারণা। এখানে আমরা আলোচনা করেছি অ্যারিস্টটল, কমেনিয়াস, জন লক, রুশো, ইরাসমাস, ফ্রয়েড প্রমুখের তত্ত্ব।

  ৪। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে ‘মেয়েবেলা’ উপস্থাপন বা পরিবেশনের প্রবণতা পাঠের প্রচেষ্টা

প্রকৃতপক্ষে, এই গবেষণায় আমরা দেখাতে চেয়েছি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েদের কথা কোথায়, কীভাবে বলা হয়েছে, তার খতিয়ান। আর সেক্ষেত্রে, ‘ছেলেবেলা’ শব্দটির বিপরীত শব্দ হিসেবেই উঠে এসেছে ‘মেয়েবেলা’ শব্দটি। আমরা দেখিয়েছি, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় লিখিত শিশু-কিশোর সাহিত্যেই রয়েছে লিঙ্গরাজনীতি। নারী বা পুরুষ স্রষ্টা কেউই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ- নির্ধারিত ‘নারী’/ ‘মেয়ে’/ ‘কিশোরী’ -এর যে রূপকল্প, তার বাইরে গিয়ে সক্রিয় মহিলা চরিত্র নির্মাণে বিরত থেকেছেন। এখানে আমরা তার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি।

- দ্বিতীয় অধ্যায়: উনিশ ও বিশ শতকের নৈতিকতার মানদণ্ডে ছোটদের বইয়ে মেয়েদের অবস্থান:

এই অধ্যায়ের আলোচনা মূলত বিবর্তিত হয়েছে উনিশ ও বিশ শতকের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাসের অগ্রগতির সূত্রে। ভাবগত দিক থেকে এখানে দু’টি পৃথক পর্ব

রয়েছে।

১) উনিশ শতকে শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য প্রাথমিকভাবে শিশু সাহিত্যের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বা শিশুশিক্ষামূলক গ্রন্থ বা ‘প্রাইমার’-এ এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম পর্বে পাঠিকা বা লেখিকা—কোনোভাবেই মেয়েদের কোনো অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়না। এমনকি, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা বা স্ত্রী শিক্ষার অভাবে মেয়েদের ‘শৈশব’ বা ‘কৈশোর’ কালের যাপনচিত্র অনুচ্চারিত থেকে যায় বা তা শৃংখলিত হতে থাকে বিচিত্র নিয়মের নিগড়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পর্বে এভাবেই উনিশ শতকীয় শাসনের ঘেরাটোপে ছোটদের জন্য লেখালেখির মধ্যে মেয়েরা কীভাবে জায়গা করে নিতে পেরেছিল, তার একটি রূপরেখা প্রদান করতে চেয়েছি।

(এই পর্বের আলোচনার জন্য আকরগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ‘উনিশ শতকের স্ত্রীশিক্ষা’, ‘নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব’, ‘বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ’, ‘সুশীলার উপাখ্যান’ ইত্যাদি বই)

২) দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে উনিশ শতকের তুলনায় রাজনৈতিক ভাবে অনেকটাই বেশি সক্রিয় বিশ শতকের পরিবর্তনশীল চালচিত্রে দর্শনের, বোধের, দৃষ্টিভঙ্গির বদল, যার প্রভাব পড়েছিল শিশু কিশোর সাহিত্যেও। বিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষার প্রতিষ্ঠা, বিয়ের ন্যূনতম বয়স নিরূপণ করে আইন পাশ, আর্থিক সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বা বৃহৎ সামাজিক পরিসরে নিজেকে যুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা থেকে কর্মমুখী হওয়া ইত্যাদি কারণে মেয়েদের সামগ্রিক পরিসরের পরিবর্তন ঘটে। মেয়েরা স্বাধীনচেতা হয়ে উঠতে শুরু করে, অজানা জগৎ কে জানার ইচ্ছেয় অভিযানে বেরোয়, ছেলেদের সঙ্গে সমান অধিকারের দাবি জানায়। তাই এই পর্বে বিচিত্র লেখালেখি অবলম্বন করে আমরা সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করতে চেয়েছি।

- <u>তৃতীয় অধ্যায়: ছোটদের ছড়া ও মেয়েদের আখ্যান :</u>

  এই অধ্যায়ে বাংলা লৌকিক ও মৌলিক ছড়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে মেয়েদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ধরণগুলি খুঁজে নেওয়া হয়েছে। এই বিশ্লেষণের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সংগৃহীত 'ছেলেভুলানো ছড়া', 'শিশু' বা 'শিশু ভোলানাথ'-এর ছড়া, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, অন্নদাশঙ্কর রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখের প্রাসঙ্গিক ছড়াসমূহ নির্বাচন করে বক্তব্য প্রস্তুত করতে চেষ্টা করা হয়েছে। ছোটদের ছড়ার পরিচিত পাঠ-অভ্যাসের বাইরে গিয়ে কয়েকটি প্রবণতা দ্বারা ছড়াগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই লক্ষণগুলির মধ্যে মেয়েদের শ্রেণিসংগ্রাম, স্বপ্নের জগৎ ছেড়ে বাস্তবমুখী হওয়া, 'Sibling's Relationship', মেয়েদের নামকরণের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রচেষ্টা ইত্যাদি স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। এই লক্ষণসমূহের মাধ্যমেই 'মেয়েবেলা'র আখ্যান নির্মাণে সচেষ্ট থেকেছি আমরা।

- <u>চতুর্থ অধ্যায়: 'রূপকথা'য় মেয়েদের কথা:</u>

  রূপকথা সংরূপটির আলোচনা শুরু হয়েছে 'ঠাকুমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র কাহিনি বিশ্লেষণের মাধ্যমে। রূপকথা কীভাবে মেয়েদের গল্প হয়ে ওঠে —তা-ই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে সংগৃহীত ও পরবর্তীকালে রচিত রূপকথার মাধ্যমে। তুলনামূলক অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য মৌলিক রূপকথা বা রূপকথাধর্মী লেখা হিসেবে আমাদের নির্বাচন হেমন্তবালা দেবী, গৌরী ধর্মপাল ও নবনীতা দেবসেন-এর লেখাসমূহ। এই লেখাগুলি বিশ্লেষণের সময় কখনো প্রযুক্ত হয়েছে 'হেজিমনি'র তত্ত্ব, কখনো বা নারীবাদী সমালোচনা পদ্ধতি। মূলত পাঠভিত্তিক সমালোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে কিশোরীরা কীভাবে সমাজকে আবিষ্কার করে বা করতে চায়--তা আমরা বিশ্লেষণ করেছি এই অধ্যায়ে।

- পঞ্চম অধ্যায়: 'অভিযান কাহিনি ও অন্যধারার গল্পে'র মেয়েরা:

বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যে মেয়েদের অভিযান দুর্লভ হলেও একেবারে নেই, তা নয়। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'র স্বপ্নের অভিযান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে; মেয়েরা অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করেছে রহস্যভেদ প্রকল্প। 'কঙ্কাবতী', 'আলিভুলির দেশে', 'কৃষ্ণা-সিরিজ', 'গোয়েন্দা গণ্ডালু', 'মাকু', 'ববির বন্ধু' ইত্যাদি কাহিনির সূত্রে 'লক্ষ্মীমেয়ে'দের সামাজিক-পারিবারিক বিধিনিষেধ ভুলে বহির্মুখী হওয়ার গল্পগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তার সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে মতি নন্দীর খেলোয়াড় কলাবতীর কাহিনিও। এভাবেই সামগ্রিকভাবে অন্য ধারার 'মেয়েবেলা'র চরিত্র নিরূপিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

Maria Edgeworth, Mary Wollstonecraft-এর লেখায় মেয়েদের প্রসঙ্গে বলেন, (মেয়েরা)"...redifines power in unpatriarchal terms as pedagogic and philanthropic power"। ঠিক একইভাবে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় 'ক্ষমতা'র যে ধরন, আমাদের আলোচিত কাহিনির মেয়েদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সেই 'ক্ষমতা'র চরিত্রেরও পুনর্বিন্যাস ঘটে। এই কাহিনিগুলি বিশ্লেষণের সূত্রে আমরা এরকম সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, এই সরণ যেমন শুধু স্থানিক না কালিক স্থানান্তরণ নয়, তেমনই তা বিশেষভাবে একক কোনো চরিত্রেরও সরণ নয়। এ আসলে রক্ষণশীল মানসিকতার সরণ। শিশুকিশোর-সাহিত্যে মেয়েদের অন্যরকম পরিচিতির গল্প এ কথাই প্রমাণ করে যে, ব্রাত্য বা প্রান্তিক হলেও তারা দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী — সমাজ-পরিবর্তনের দিশারী।

শিশু-কিশোর সাহিত্যের বহু অনালোচিত এলাকা রয়েছে, যা বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই সংরূপের অনেক অংশে, যেমন কল্পবিজ্ঞানের গল্পে বা কার্টুন-কমিক্সে মেয়েরা এখনো ব্রাত্য। পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তী সময়ের শিশু-কিশোর সাহিত্য লিখিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। বর্তমানে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলেছে এই সংরূপটির সংজ্ঞা। ভিডিও গেম, দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে শিশু-কিশোর উপযোগী রচনার সম্প্রচার ইত্যাদির প্রভাবে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে এর ধরন। তাই আশু প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে শিশু-কিশোর সাহিত্যকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করার, নতুন সম্ভাবনাকে তুলে ধরার।

সামাজিক লিঙ্গরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে মেয়েদের পরিচিতির যে বৈচিত্র শিশু-কিশোর সহিত্যে ধরা থাকে, তারই বিচিত্র রকমফের উক্ত নির্বাচিত শিশু কিশোর সাহিত্যের মাধ্যমে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের আত্মসত্তা নির্মাণের সামগ্রিক পরিবর্তনও লক্ষ করার চেষ্টা করা হয়েছে। মেয়েদের জীবনের ইতিহাসের পাশাপাশি বাঙালির সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসও এখানে ধরা পড়েছে। তবে সেটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। এই আলোচনায় সেই ইঙ্গিতটুকু ধরা থাকল।